Synopsis of proposed thesis

বাণীবসুর উপন্যাসের গতিপ্রকৃতি

BANIBASUR UPONYASER GATIPRAKITI

2024

Researcher

Dharani Mahato

M.A , NET

Under supervision & Guidance of

Dr. Baidyanath Kumar

Assistant Professor of

Marwari College Ranchi

Ranchi university

বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণে দেখা যায়, সময় ও কালের প্রেক্ষাপটে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে বাংলা সহিত্য সম্ভার। বিচিত্র বিষয়ের সংযুক্তি ও উপস্থাপনার কলাকৌশলে বাংলা সাহিত্য উদ্ভাসিত হচ্ছে অভিনব রূপে । সাহিত্যের অন্যান্য ধারার মতো বাংলা উপন্যাসের ধারাও সমৃদ্ধ হচ্ছে সময় ও কালের চাহিদার নিরিখে। ব্যক্তি ও সমাজের ঘাত প্রতিঘাতে অতীত ও বর্তমান ছাপ ফেলছে নানাভাবে । বাস্তবের সমস্যা ও শিল্পের সমস্যাকে একই প্রেক্ষিতে স্থাপন করে স্বর মাত্রায় নানা লয়, নানা স্তর, আরোপ করে সাহিত্যিকরা প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন সময় তথা জীবনের চলচ্ছন্দকে । পাল্টে যাচ্ছে রচনার ধারাবাহিকতা , রচনা বিন্যাসের ধারা ও ধরন ।

কথাসাহিত্যের এই প্রেক্ষাপটে কথাকার বাণী বসুর আবির্ভাব ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে । ছোটগল্পের হাত ধরে বাংলা সাহিত্য জগতে প্রবেশ করলেও তাঁর অপার সম্ভাবনার প্রতিষ্ঠা উপন্যাসে।

এখনো পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত তিরিশ টি উপন্যাসই বিষয়বৈচিত্রে অভিনব। বিষয় জ্ঞান অপূর্ব ও সহজাত। সমসাময়িক রাজনীতিকে বিষয় করে এক দৃঢ় বক্তব্যময় উপন্যাস, কিম্বা একেবারে বিপরীতে নারীর সামাজিক জীবনবেদ নিয়ে কথা সাহিত্য রচনায় তিনি সমানভাবে পারদর্শী। ব্যক্তির অভিজ্ঞানের সঙ্গে তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বকে তিনি মিশিয়ে দিতে পেরেছেন। ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ঘটনাকে তিনি বরাবরই নতুন আঙ্গিকে তুলে ধরেছেন । সমকালীন নারী পুরুষ কেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব, সংঘাত, মিলন ,বিচ্ছেদ ,প্রেম ,প্রীতি ,ভালোবাসা সমস্ত কিছুই তাঁর লেখনীতে বাস্তব রূপ পেয়েছে। তাঁর লেখনী সত্তাকে প্রভাবিত করেছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনদর্শন, সামাজিক পৃষ্ঠভূমি, ও পারিবারিক সহমর্মিতা। প্রতিটি উপন্যাসের অবয়ব নির্মাণে ও ভাষা রচনায় তাঁর পারঙ্গমতা অনস্বীকার্য। বাংলা উপন্যাসের সাম্প্রতিক স্রোতোধারায় বাণী বসু এক অপরিহার্য নাম। জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এবং পাঠকের প্রতি দায়বদ্ধতায় তিনি বিশিষ্ট।

যে সমস্ত ঔপন্যাসিক তাঁদের সৃজন প্রতিভার আলোকে বাংলা সহিত্যাকাশকে আলোকিত করেছেন তাঁদের মধ্যে বাণীবসু এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁর জন্ম বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের শেষ ভাগে, শিক্ষা ও কর্মজীবন ইংরেজি সাহিত্যে সম্পৃক্ত হলেও তাঁর সাহিত্য সাধনা মাতৃভাষা বাংলাতেই। স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি ,আদর্শ ও কল্পনা উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে বাংলা উপন্যাস ধারায় স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত শ্রীমতি বাণী বসু।

মূলত ইতিহাস এবং সমাজ চেতনা আর সুতীক্ষ্ণ সংলাপ তাঁর উপন্যাসকে নিজের জায়গা করে নিতে সাহায্য করেছে । আধুনিক আলোকের ছোঁয়া তাঁর উপন্যাসে।

আমেরিকা ও ভারত এই দুই দেশের পটভূমিতে এক লক্ষ্যভেদি ও হৃদয়স্পর্শী মৌলিক কাহিনী নিয়ে রচনা বাণী বসুর প্রথম উপন্যাস “জন্মভূমি মাতৃভূমি”(১৮৮৭) শারদীয় আনন্দ লোক এ প্রকাশিত। পুস্তকের রূপ পায় ১৮৮৮। উপন্যাসটিতে প্রতিফলিত হয়েছে ভারতীয় দম্পতির মর্মান্তিক জীবন কাহিনী ,কিছুকাল প্রবাস বাসের পর স্বভূমি ভারতবর্ষে এসে অনাচারী শিক্ষা যন্ত্রের কবলে পড়ে কিভাবে এক দম্পতির চরম মানসিক বিপর্যয় ঘটে এবং সেই বিপর্যয়ের ফলে পিতার মৃত্যু ও কন্যার এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে তার হৃদয় স্পর্শী বর্ণনা আছে এই উপন্যাস ।

সত্তরের নকশাল আন্দোলনের পরবর্তী বাংলা তথা বাঙালির সমাজ রাজনীতি ও অর্থনৈতিক জীবনের সমস্যা জর্জরিত জটিলতার রূপ চিত্র বানী বসুর দ্বিতীয় উপন্যাস “অন্তর্ঘাত” “১৮৮৯”। নকশাল আন্দোলনের করাল গ্রাসে পড়ে বাংলার যেসব তরুণ তরুণীদের জীবন বলি দিতে হয়েছে তাদের কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনী । এইসব বলি প্রদত্ত প্রাণ গুলির খবর রাখেনি ইতিহাস। লেখিকা বাণী বসু তাই অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাবে বলেছেন

“যুগ ধর্মের কোনো রহস্য মেটাতে হঠাৎ জন্ম হয় এইসব আগুনে তৈরি মানুষীর মানুষের । ইতিহাস এদের একবার মাত্র ব্যবহার করে ফেলে দেই। উচ্ছিষ্ট যা পড়ে থাকে,বোমার বিস্ফোরণের পর নিভে যাওয়া বারুদের কুচির মতো তা নেহাতই ভস্ম। আগুন থেকে ছাইয়ে পরিণত হবার প্রতিটি পর্যায় অমানুষিক যাতনা দিয়ে তৈরি, কিন্তু তার খবর রাখে না কেউ। যা ক্ষয়ে যায় তার তুলনায় যা পাওয়া যায় তা এতই অল্প যে এই সব বিস্ফোরণের শেষ অবধি না থাকে কোন কৈফিয়ত না থাকে কোন সান্তনা।”

তাঁর রচিত অষ্টম উপন্যাস “বৃত্তের বাইরে”(১৯৯৫)ও দশম উপন্যাস “কিনারে থেকে কিনারে” (১৯৮৭) মূলত একই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত ।উপন্যাস দুটির মধ্যে রয়েছে এক সফল ব্যবসায়ীর হারিয়ে যাওয়া জমজ বোনকে খোঁজার কাহিনী তার সঙ্গে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের বাস্তব চিত্র ।কাহিনীর মধ্য দিয়ে লেখিকা দেখিয়েছেন পুরাতন যুগের বিশ্বাস মূল্যবোধ সংস্কার রীতি-নীতির সঙ্গে নতুন যুগের চিন্তা ও ধারণার সংঘাতকে।

পুরানো সম্রাজ্যবাদ নীতির সঙ্গে নতুন মৈত্রীভাবনার সংঘাতের কথা পাওয়া যায় বৌদ্ধ দর্শন সম্বলিত নবম উপন্যাস “মৈত্রেয় জাতক” (১৯৯৬) উপন্যাসে।
ইতিহাসের স্মরণী বেয়ে আমাদের নিয়ে যায় সেই সময়ে যখন মগধের সিংহাসনে রাজা বিম্বিসার, শাক্য রাজপুত্র সিদ্ধার্থ সবে বুদ্ধত্ব লাভ করে তাঁর দর্শন প্রচার করছেন।

এই ভারতবর্ষ অর্থাৎ তৎকালীন জম্মু দ্বীপ অত্যন্ত সমৃদ্ধ ভূখণ্ড কিন্তু ছোট বড় রাজাদের অধীনে বহুধা বিভক্ত,নিজেদের মধ্যেও দ্বন্দ্বে লিপ্ত। আমাদের সমাজও নানাভাবে বিভক্ত জাত পাত , উচ্চ নীচ ,শ্রেণী বৈষম্য ,হিন্দু ধর্মের মধ্যেও নানা দর্শন ও মার্গে বিশ্বাসী মানুষজন, পূর্বদেশীয় পশ্চিমদেশীয় , এরকম একটা পটভূমিতে দাঁড়িয়ে এই উপন্যাসের কাহিনী বিস্‌তৃত । দুটি খন্ডে বিভক্ত সুবিশাল এই উপন্যাসে যেখানে রক্তমাংসের শরীরে উঠে এসেছেন স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ, রাজা বিম্বিসার, অজাত শত্‌রু, কুশল রাজ প্রসেনজিৎ, বুদ্ধ ও সংঘের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ও অগ্রণী নারী চরিত্র বিশাখা, নগর বধু আম্রপালি ,এরকম ছোট বড় নানা ঐতিহাসিক চরিত্র এবং তাদের চরিত্রের সূত্র ধরে উঠে এসেছে বিভিন্ন কাল্পনিক চরিত্র। সুদূর পশ্চিমদেশ গান্ধার থেকে আগত রাজনীতিবিদ চনক এই বহুধা বিভক্ত ভূখণ্ডকে এক আদর্শের সূত্রে বাঁধতে চেয়েছেন । গান্ধারের নটী জিৎসুমা যে পুরুষ প্রধান রাজনীতি ও কূটনীতির জগতে নিজের স্থান অর্জন করতে চায় । শাকেদের রাজকুমার তিশ্য যে ভালোবাসার নারী দ্বারা প্রত্যাখাত হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে নিজের এবং নিজের জীবনের লক্ষ্য স্থির করতে। এভাবে নানান শ্রেণীর দাস দাসী ,ক্রীতদাস, রাজা রানী বৌদ্ধ শমন আরো অনেকে, এই সব চরিত্রগুলিকে এক সুত্রে বেঁধে গড়ে উঠেছে এই সুবিশাল উপন্যাস।

“ মেয়েলি আড্ডার হালচাল” (1998) উপন্যাসটিতে একান্তভাবে নারী সমাজের মনের কথাকে ব্যক্ত করেছেন ঔপন্যাসিক । পুরুষ জাতীর সম্পর্কে নারীজাতির যে মনোভাব, এবং পুরুষের মনের মধ্যে যে এক প্রকার পরকীয়া বোধ বা ভিন্ন নারীতে আসক্তি থাকে তাকে অত্যন্ত জীবন্তভাবে তুলে ধরেছেন লেখিকা বাণী বসু।

আধুনিক সমাজের এক বাস্তব চিত্র ভ্রন হত্যার প্রসঙ্গ এসছে বাণী বসুর “অমৃতা” ২০০১ উপন্যাসটিতে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অমৃতা নামের একটি বিবাহিতা মেয়ে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে,স্বামী গৃহের লোকজন দ্বারা লাঞ্ছিত অপমানিত বঞ্চিত হয়েছে ,শেষে তার গর্ভপাত করাতে নিয়ে যাওয়া *হয় অজ্ঞান করে, হসপিটালের ডাক্তার রঞ্জন কার্লেকর এর সহযোগিতায় আমৃতা ফিরে পেয়েছে তার স্বাভাবিক জীবন। উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক ভালো লাগা তৈরি হলেও তা বাস্তবে প্রকাশিত হয়নি এই ভালোলাগাকে সম্বল করে অমৃতা পুনরায় স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পেরেছে ।*

“খারাপ ছেলে” (২০০২) উপন্যাসটিতে সমকালীন স্বেচ্ছাচারী পুরুষের বাস্তবসম্মত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পাশবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য স্বেচ্ছাচারী পুরুষের গণিকালয়ে যাবার ফলে একটা

সুস্থ সুন্দর স্বাভাবিক পরিবার কিভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে তার বাস্তব সম্মত চিত্র তুলে ধরেছেন এই উপন্যাসটিতে। লেখিকা দেখাতে চেয়েছেন , সমাজে যে অর্থে একটি মেয়েকে বহুবল্লভ বলা হয়, সেই অর্থে খারাপ ছেলে অর্থাৎ বহুবল্লভা । সমাজে নারীরাই কলঙ্কিনি ছেলেরা কি নয় ? বানী বসু তাঁর খারাপ ছেলে উপন্যাসে একথাই দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন।

“তিমির বিদার” উপন্যাসে দেশ ভাগের সমকালীন সময়ে বাংলাদেশ থেকে আগত স্মরণর্থীদের নিয়ে যে সমাজ গড়ে উঠেছে তার ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে।
চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা ,দুষ্কৃতীদের হানাহানী ঘৃন্য রাজনীতির প্রকোপ , এ রকম ভয়ানক পরিস্থিতিতে রুনু নামের চরিত্রটি প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালাচ্ছে সুস্থ সমাজ গঠনের,শেষ পর্যন্ত সে গুলিবিদ্ধ হয় গদা নামের দুষ্কৃতীর হাতে । উদ্বাস্তু সমাজ থেকে গেল তিমিরের মধ্যেই।

বর্তমানের মাওবাদী সমস্যা কে কেন্দ্র করে লেখা “ফেরো মন”(2011) উপন্যাসটি, মিশনারিদের সাহায্যে পড়তে আসা সাঁওতাল মেয়ে ইনা অ্যাব্রাহাম অনান্য মেয়েদের দ্বার প্রতারিত হলে মাওবাদী প্রধান জনার্দন পাণ্ডার প্ররোচনায় মাওবাদী দলে যোগ দেয়, কালক্রমে সে হয়ে ওঠে দল নেত্রী,এসপি রাজনীশ চৌবেকে অপহরণ করতে গিয়ে ভুল বসত তাঁর বন্ধু আবির বরণ রাহা কে তুলে নিয়ে যায়। কয়েকদিনের মধ্যেই আবির ও ইনার মধ্যে একটা সম্পর্কের তৈরী হয় , তারা একে অপরের সহযোগিতায় স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেও পারেনি । মাওবাদী ও পুলিশের গুলিবর্ষণে আবির আহত ও ইনা নিহত হয়।

বানী বসুর অন্যতম উপন্যাস “খনা মিহিরের ঢিপি” (2007) তে প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় কাল পর্যন্ত নারীরা অস্তিত্বের জন্য যে সংগ্রাম করে চলেছে তার বাস্তব সম্মত বর্ণনা রয়েছে। উপন্যাসটির দুটি কাহিনি সমান্তরাল ভাবে এগিয়েছে।
এক ,রঞ্জাবাতীর সহকর্মী নিবারণের লেখা কাহিনি মাতঙ্গী মাদুরাদের কথা। সভ্যতার আদি লগ্নে নারীরা গোষ্ঠীনেত্রী ছিল, যুদ্ধ করত,সন্তান লালন পালন করত উভয় মিলেই, নারী পুরুষ ছিল একে অপরের পরিপূরক। তাদের সন্তানের পরিচয় হত মায়ের পরিচয়ে, সেখানে ছিল না কোন রকমের ভেদাভেদ গোষ্ঠীর সকলে নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করতো। তারা ফসল ফলিয়েছে ,শস্য মজুত রাখতে শিখেছে , বাসস্থান নির্মাণ করতে শিখেছে। এর সমস্ত কাহিনী জানতে পারা যায় এই গল্প থেকে। বিজয়ীরা বিজিতের ক্রীতদাসে পরিণত করেছে। কাল ক্রমে পুরুষেরা তাদের শারীরিক শক্তির প্রভাবে হয়ে উঠেছে সমাজের সর্বেসর্বা । সেখান থেকেই নারী হয়েছে গৃহবন্দী, পুরুষের পরিচয়ই হয়েছে সন্তানের পরিচয়। নারী হয়েছে সন্তান উৎপাদনের মাধ্যম মাত্র। পুরুষরা করবে

সংসার পরিচালন, নারী করবে পুরুষের সেবা, সন্তান লালন পালন। এখান থেকেই উদ্ভব ঘটেছে পিতৃতান্ত্রিক সভ্যতার।

দ্বিতীয় রম্ভাবতীর কথা যে ছিল পুরাতত্ত্বের গবেষিকা। রম্ভা বতীর স্বামী ছিল আত্মকেন্দ্রিক। ছেলের মৃতুর দায়ভার চাপিয়ে দেয় স্ত্রীর উপর, সেখান থেকে শুরু হয়েছে স্বামী স্ত্রী আত্মদ্বন্দ্ব। কন্যা ঈশার দাম্পত্য জীবনও কলহে জর্জরিত। ঈশা মেয়েকে নিয়ে চলে আসে মায়ের কাছে। এমন সময় খনা মিহিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে আটকে যায় রঞ্জাবাতী, কোনক্রমে তাকে উদ্ধার করে আনে তার স্বামী। ওদিকে নিশীথ ঈশাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এলে সে এখন যেতে পারবে না বলেই জানিয়ে দেই। উপন্যাসের শেষে রঞ্জাবতী ভাবছে

" কি সেই পরম প্রথম, বল খনা, কিসের জন্য তুমি থেকে এই আমি আমরা,,,,,,আবহমানের এই দুর্গতি'।

আসলে কাহিনী দুটির মধ্য দিয়ে নারীর সামাজিক দুরবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে। স্বামী স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে বরাবরই মাশুল দিতে হয়েছে স্ত্রীকে , আজও দিতে হচ্ছে। কেন ? কারণ কি ?এই প্রশ্ন রঞ্জাবতীর আদলে সমগ্র নারী সমাজের মনের জিজ্ঞাসা।

বর্তমান গবেষণা প্রকল্পটিকে নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করা হবে:

ভুমিকা

অধ্যায় পরিকল্পনা

প্রথম অধ্যায়: বানী বসু ও সমকালীন বাংলা উপন্যাস।

দ্বিতীয় অধ্যায় : বাণী বসুর উপন্যাসে আধুনিক প্রজন্ম।

তৃতীয় অধ্যায় : বাণী বসুর উপন্যাসে সমাজ ও চেতনা।

চতুর্থ অধ্যায় : বাণী বসুর উপন্যাসে একালের অর্থনৈতিক জীবন।

পঞ্চম অধ্যায়: বাণীবসু ও সমকালীন মহিলা ঔপন্যাসিকদের মানসধারার তুলনামূলক আলোচনা।

ষষ্ঠ অধ্যায়: বাণীবসুর উপন্যাসে ভাষা বিচার ।

সপ্তম অধ্যায় :বাণী বসুর উপন্যাসের শৈলী বিচার।

অষ্টম অধ্যায় : বাণীবসুর উপন্যাসে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য।

উপসংহার :

গ্রন্থপঞ্জি:

গ্রন্থপঞ্জি;

আকর গ্রন্থ:

1: বসু বানী : দশটি উপন্যাস , আনন্দ

2:বসু বানী : অমৃতা , আনন্দ

3: বসু বাণী : মৈত্রেয় জাতক , আনন্দ

4:বসু বাণী :   খনা মিহিরের ডিপি , আনন্দ

5:বসু বাণী :খারাপ ছেলে, আনন্দ

6:বসু বাণী :তিমির বিদার , আনন্দ

7:বসু বাণী : বৃত্তের বাইরে,আনন্দ

8:বসু বাণী :কাহিনি ত্রয়োদশ,আনন্দ

9:বসু বাণী : ঝড়ের খেয়া , আনন্দ

10: বসু বাণী : নিখিলেশ , আনন্দ

11:বসু বাণী : একুশে পা, আনন্দ

12:বসু বাণী :ট্রেকার্স: আনন্দ

13:বসু বাণী :শ্বেত পাথরের থালা , আনন্দ

14:বসু বাণী :গান্ধর্বি , আনন্দ

15:বসু বাণী :পঞ্চম পুরুষ , আনন্দ

16:বসু বাণী :সমুদ্রযাত্রা , আনন্দ

17:বসু বাণী : উত্তর সাধক , আনন্দ

18:বসু বাণী :অষ্টম গর্ভ,আনন্দ

19:বসু বাণী :উজান যাত্রা , আনন্দ

20:বসু বাণী :শাকম্ভরীর দ্বীপ ,আনন্দ

21:বসু বাণী :যে যেখানে যায় , আনন্দ

22:বসু বাণী :অশ্বযোনি , আনন্দ

23:বসু বাণী :ফেরো মন , আনন্দ

24:বসু বাণী : ভাঙা পথের রাঙা ধুলায় , আনন্দ

সহায়ক গ্রন্থ :

1: বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার : বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা , মডার্ন বুক এজেন্সি

2: বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর , দেজ

3 : মুখোপাধ্যায় অরুণ : মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে , দেজ

4: লাহা চিত্তরঞ্জন : মূল্যবোধ ও বাংলা উপন্যাস ,পুস্তক বিপণি